দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ SEP 02 1999
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

ল্যাবরেটরী স্কুল এন্ড কলেজে ১৬ জনের ভর্তি বাতিল

আনোয়ার আলদীন ॥ 'যথাযথ প্রক্রিয়ায়' ভর্তির পর ছাত্র-ছাত্রীরা যখন ক্লাস শুরু করিবে সে মুহূর্তে অকস্মাৎ ভর্তি বাতিলের এক নোটিস পাইয়া ১৬ জন ছাত্র-ছাত্রী ও তাহাদের অভিভাবকরা রীতিমত

(২য় পৃষ্ঠায় ১-এর কঃ দ্রঃ)

ভর্তি বাতিল

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

বিস্মিত হইয়াছে। 'এই ঘটনা ঘটিয়াছে ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরী স্কুল এন্ড কলেজে। ভর্তি বাতিলকৃত প্রায় সকলেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পুত্র-কন্যা। এই কলেজের একাদশ শ্রেণীর বাণিজ্য বিভাগে ১৯৯৯-২০০০ শিক্ষাবর্ষে গত জুলাই মাসে ৯৩২ টাকা জমা দিয়া যথানিয়মে ছাত্র-ছাত্রীরা ভর্তি হয়। ভর্তির সময় তাহাদের কোন নিয়মের গন্ডীতে আনা হয় নাই। যথারীতি ছাত্র-ছাত্রীর নিকট হইতে বিভিন্ন খাতে কয়েক হাজার করিয়া টাকা নেওয়া হয় রশীদ দিয়াই। কিন্তু পরে কলেজে ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা বেশী হওয়ায় কলেজ কর্তৃপক্ষ ভর্তি বাতিলের কথা চিন্তা করে। গত মঙ্গলবার এই কলেজ এক নোটিসে বলিয়াছে, বাণিজ্য বিভাগে বহিরাগত 'ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য নির্ধারিত এসএসসি পরীক্ষায় প্রাপ্ত ন্যূনতম ৬৫০ নম্বরের কম পাইয়া যে সকল ছাত্র-ছাত্রী নিয়মবহির্ভূতভাবে/ অসৎ উপায় অবলম্বন করিয়া ভর্তি হইয়াছিল একাডেমিক কমিটির ২৯শে আগস্টের সভায় তাহাদের ভর্তি বাতিল করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ভর্তি বাতিলকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের রোল নম্বর ঃ ২০১, ২০২, ২০৪, ২০৬, ২০৯, ২১৫, ২৩৯, ২৪১, ২৪৬, ২৪৮, ২৪৯, ২৫০, ২৫১, ২৫৩, ২৫৫ ও ২৬১।

ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরী স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ আবদুস সাত্তারের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করা হইলে তিনি বলেন, অফিসের কিছু কর্মচারী ভুয়া স্লিপ তৈরী করিয়া তাহাদের ভর্তি করিয়াছে।

এদিকে গতকাল ক্লাস শুরুর দিনে ভর্তি বাতিলকৃত এই ছাত্র-ছাত্রীদের কয়েকজন কলেজে গিয়া তাহাদের ভর্তি বাতিলের খবর জানিতে পারে। ডাকসু সংগ্রহশালার কেয়ারটেকার গোপাল চন্দ্র দাশ জানান, তাহার কন্যা পুষ্পা দাশ ভর্তি বাতিল হওয়ার সংবাদে কাঁদিয়া-কাটিয়া আছাড়ি-বিছাড়ি খাইতেছে।

অভিভাবকরা এখন দারুণ চিন্তায়-কোথায় তাহাদের কন্যা-পুত্রদের ভর্তি করাইবেন!